নীতিশাস্ত্র হল আচরণ বা নীতি সম্পর্কীয় শাস্ত্র। জৈন দর্শন নীতি ও ধর্মের দর্শন। এই দর্শনে জীবের সৎ আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জৈনমতে জীব তার আসক্তিজনিত কর্মপ্রবৃত্তির জন্য বন্ধন-দশা ভোগ করে, আর এই কর্মপুদগল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভই হল জীবের চরম ও পরম লক্ষ। জৈন নীতিতত্ত্বের মূল কথাই হল জীবের মুক্তিলাভ। জৈন নীতিতত্ত্বের উপদেশই হল সংসারী বা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকল জীবেরই উচিত মুক্তিলাভের পথে ব্রতী হওয়া। এই মুক্তিলাভের জন্য প্রথমেই জীবের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির পর ত্রিরত্নের জ্ঞান। উমাস্বামী তার **তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের** সর্বপ্রথম সূত্রে বলেছেন, **'সম্যক্-দর্শন-জ্ঞান-চরিত্রানি মোক্ষমার্গঃ'** অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র—এই তিনটি মোক্ষলাভের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র—এই তিনটিকে জৈন দর্শনে **"ত্রিরত্ন"** বলা হয়। এই 'ত্রিরত্নে'র কোনও একটিকে বাদ দিলে জীব মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। মুক্তিকামী জীবকে অবশ্যই এই 'ত্রিরত্ন' নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে। এখন আমরা 'ত্রিরত্ন' নিয়ে আলোচনা করব।

● **সম্যক দর্শন ঃ** ত্রিরত্নের প্রথম রত্নটি হল সম্যক দর্শন। এই সম্যক দর্শনের অর্থ হল সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা অন্ধ-যুক্তিহীন নয়, বরং বিচারনিষ্ঠ যা আত্মপ্রত্যয় থেকে উদ্ভূত। এই শ্রদ্ধা জীবের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে, কখনও বা অনুশীলনের দ্বারাও আয়ত্ত হয়। তারা বলেন, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীনভাবে কোনও সত্যকে গ্রহণ করা উচিত নয়। জৈন তত্ত্ববিদ মণিভদ্র বলেছেন, মহাবীরের প্রতি তাঁর কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই, কপিলের প্রতিও তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। যার কথার মধ্যে যুক্তি আছে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। যুক্তিহীন, অন্ধবিশ্বাসের কোনও স্থানই নেই জৈন দর্শনে।

জৈনমতে অশ্রদ্ধা নিয়ে কোনও কিছুর আলোচনা কখনোই কোনও বিষয়কে এগিয়ে নিতে যেতে পারে না। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী হলেও জৈনরা তীর্থঙ্করদের ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। তীর্থংকরদের উপদেশের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে, তবে উপদেশের যৌক্তিকতার দিকটিও যেন তারা উপেক্ষা না করেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন তীর্থংকরাই হলেন কেবল-জ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষ এবং সত্য ও মুক্তির পথপ্রদর্শক। তীর্থংকরদের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে জীব মুক্তির পথে এগোতে পারবে না।

Scanned with CamScanner

● **সম্যক জ্ঞান ঃ** 'ত্রিরত্নে'র দ্বিতীয় রত্ন হল সম্যকজ্ঞান। সম্যক দর্শন অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের পর জীবের প্রয়োজন সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব সম্পর্কে অভ্রান্ত, নিঃসংশয় জ্ঞান। আত্মা, পুদগল, অণুসংঘাত প্রভৃতি সম্পর্কে যথার্থ ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানই হল সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা জীব বিভিন্ন দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই সম্যক জ্ঞানলাভের পথে অনেক প্রবৃত্তিগত কর্ম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অবশ্যই জয় করতে হবে। এই প্রবৃত্তিগত কর্ম দূরীভূত করতে না পারলে জীব পূর্ণ-জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে না, মুক্তির পথে এগোতেও পারবে না। এই তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যক্-জ্ঞানই জীবের অজ্ঞানতাকে দূর করে দিতে পারে এবং জীব মুক্তির জন্য সাধনার পথে ব্রতী হয়।

● **সম্যক চরিত্র ঃ** 'ত্রিরত্নে'র তৃতীয় রত্ন হল সম্যক চরিত্র। শুধু যুক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি- বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান থাকলেই জীব মোক্ষলাভ করবে না জীবকে সম্যক দর্শন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। এই বিশ্বাস ও যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করাই হল সম্যক চরিত্র। যা কিছু কল্যাণকর তা সম্পাদন করা এবং যা অকল্যাণকর বা অমঙ্গলময় তা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। সম্যক চরিত্র বা সদাচার অনুশীলনের দ্বারাই যে সমস্ত কর্মের জন্য জীব বন্ধনদশা ভোগ করে, সেই সমস্ত কর্ম-বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা সম্ভব। এই সম্যক চরিত্র লাভের জন্য জৈনরা পঞ্চমহাব্রত পালনের কথা বলেছেন। এই পঞ্চমহাব্রত হল **"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মাচর্য্যাপরিগ্রহাঃ"** অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

Scanned with CamScanner